সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৭তম বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ ভাদ্র-১৪৩০, জুলাই-আগস্ট-২০২৩ ❑ পৃষ্ঠা ৮

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার দিনব্যাপী ডিজিটাল ... ২

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন ... ৩

একটি গাছ কাটলে তিনটি গাছ লাগাতে হবে পরিবেশ বন ... ৪

ঝালকাঠির রাজাপুরে আউশ প্রদর্শনীর মাঠদিবস অনুষ্ঠিত ... ৬

পাইকারি ফুলের বাজার উদ্বোধন

ফুল রপ্তানি করে ৫০০ মিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি রাজধানীর গাবতলী বাসস্ট্যান্ডের নিকটে বেড়িবাঁধে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত পাইকারি ফুলের আধুনিক বাজার ও প্রসেসিং সেন্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ব্রি ধান৯৮ আউশ ধানের বাম্পার ফলন, খাদ্য নিরাপত্তায় বিরাট ভূমিকা রাখবে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে মুশুদ্দি গ্রামে ব্রি ধান৯৮ জাতের আউশ ধানের ক্ষেত পরিদর্শন করছেন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, দিন দিন কৃষি জমি কমে যাচ্ছে, বিপরীতে জনসংখ্যা বাড়ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল এ দেশের ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের জোগান ঠিক রাখতে হলে একই জমি থেকে বছরে বার বার ফসল ফলাতে হবে, বেশি করে ফসল ফলাতে হবে। সাধারণত ১৪০-১৬০ দিনের মধ্যে ধান হয়, সেই ধান যদি ৯০-১০০ দিনের মধ্যে

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বজ্রপাত থেকে রক্ষায় বেশি করে তালগাছ রোপণের আহ্বান –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার সোহাগপুরে তালগাছের চারা রোপণ শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বজ্রপাত থেকে রক্ষায় বেশি করে তাল গাছ রোপণের আহ্বান জানান। বজ্রপাতের প্রকোপ ও বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এটি থেকে রক্ষা পেতে তালগাছের চারা রোপণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ২৫ আগস্ট ২৩ শুক্রবার বিকেলে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার সোহাগপুরে তালগাছের চারা রোপণ

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

পাবনায় সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা

‘গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পাবনায় সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা শনিবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সকালে জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের আয়োজনে শহরের বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল স্বাধীনতা চত্বরে বেলুন

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব গোলাম ফারুক প্রিন্স পাবনা-৫ সদর আসনের সংসদ সদস্য

উড়িয়ে ও ফিতা কেটে এর উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা-৫ সদর আসনের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজ বাড়ির আঙিনায় ও ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। প্রত্যেকটি প্রাণীই প্রত্যক্ষ বা পরেক্ষ ভাবে বৃক্ষ বা উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। এক কথায় বৃক্ষ ছাড়া পৃথিবীতে জীবজগৎ অকল্পনীয় ব্যাপার। তিনি আরো বলেন গাছা লাগানোর জন্য সঠিক পরিকল্পনা পরিচর্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কাশ্যপী বিকাশ চন্দ্র। জেলা প্রশাসক মু. আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার আকবর আলী মুন্সী, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহিম লাল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ ডক্টর মো. জামাল উদ্দিন, পাবনা জেলা নার্সারি মালিক সমিতির সভাপতি আনিসুর রহমান, বৃক্ষপ্রেমী কামাল হোসেন প্রমুখ। *মো.এমদাদুল হক, কৃতসা, পাবনা*

চাঁপাইনবাবগঞ্জ গোমস্তাপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ৩১ আগস্ট ২০২৩ (বৃহস্পতিবার ২০২২-২৩ অর্থবছরে খরিফ-১/২০২৩-২৪ মৌসুমে বাস্তবায়িত রোপা আউশে (উফশী) জাত ব্রি ধান৯৮ এর উপজেলার শিমুলতলা মাঠে নমুনা শস্যকর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ তানভীর আহমেদ সরকারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. পলাশ সরকার। আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মো: ফিরোজ আলী, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক ও উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মো: সেরাজুল ইসলাম। *মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী*

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার দিনব্যাপী ডিজিটাল লার্নিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার দিনব্যাপী ডিজিটাল লার্নিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ ও ক্যাবি প্ল্যান্ট প্লাসের যৌথ আয়োজনে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ক্যাবির প্লান্ট ক্লিনিক ও ডিজিটাল টুলস অন্তর্ভুক্তি শীর্ষক ৪ দিনব্যাপী ২৭-৩০ আগস্ট ২০২৩ কর্মশালা শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ আগস্ট উক্ত কর্মশালার সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (চলতি দায়িত্ব) প্রফেসর ড. অলোক কুমার পাল।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন স্মার্ট বাংলাদেশে কৃষিকেও স্মার্ট করতে হবে; রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়াতে হবে, যদিও অন্যান্য দেশের তুলনায় *এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১*

এইসিপিএস মালিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে এইসিপিএস মালিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত আছেন প্রশিক্ষকগণ ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, চট্টগ্রাম

কৃষি বনায়ন, সৌন্দর্য বর্ধন ও ছাদ কৃষির জন্য প্রতি ইঞ্চি জায়গায় সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে ২৩ আগস্ট ২০২৩ হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত হয় মালীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, ডবলমুরিং এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জনাব কামরুম মোয়াজ্জেমা, মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম; উপসহকারী কৃষি অফিসার রুবেল দাশ ও উপসহাকারী কৃষি অফিসার, দিপ্তী রানি শীল। উক্ত প্রশিক্ষণ পূর্বানুষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ মো: সাইফুল ইসলামসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা শওকত হোছাইন চৌধুরী ও তত্ত্বাবধায়ক মো: ওমর ফারুক আলম; প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ও কৃষি তথ্য সার্ভিস এর প্রতিনিধি এআইসিও সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন। *জনাব সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম*

বগুড়ায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক এআইসিসি সংশ্লিষ্ট কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ মতলুবর রহমান উপপরিচালক, ডিএই, বগুড়া

কৃষি তথ্য সার্ভিস আঞ্চলিক কার্যালয় পাবনা কর্তৃক আয়োজিত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক ২ দিনব্যাপী কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) সংশ্লিষ্ট কৃষক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান ২৪ আগস্ট ২০২৩ উপপরিচালকের কার্যালয় হর্টিকালচার সেন্টার, বনানী, বগুড়ার প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়ার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মতলুবর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, কৃষিকে ব্যাণিজিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণে রূপান্তরিত করতে কারিগরি জ্ঞানের বিকল্প নেই। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান অর্জন করে প্রতি ইঞ্চি জমির সুষ্ঠ ব্যবহার করতে হবে। প্রশিক্ষণে আলোচিত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিগুলো কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে প্রদত্ত আইসিটি যন্ত্র ও আলোচনা মাধ্যমে অন্যান্য কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকল প্রশিক্ষণার্থীদের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কৃষি তথ্য সার্ভিস আঞ্চলিক কার্যালয়, পাবনার সহকারী তথ্য অফিসার সেখ জিয়াউর রহমান এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া'র উপপরিচালক কৃষিবিদ সোহেল মোঃ শামসুদ্দীন ফিরোজ।

উল্লেখ্য যে, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলার ১৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) এর ৩০ জন সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথি মথুরা এআইসিসি, বগুড়া সদর, বগুড়া ও মহব্বতপুর চকভবানী এআইসিসি, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট এ ডিজিটাল সাইনবোর্ড এবং সকল এআইসিসিতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ফেস্টুন বিতরণ করেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষক/ কৃষণী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. জালাল আহমেদ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কোম্পানীগঞ্জ এর আয়োজনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পরিষদ কনফরেন্স রুমে ২৬ আগস্ট ২০২৩ দিনব্যাপী কৃষক/ কষাণী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে কৃষিবিদ মো. আব্দুল মতিন, উপজেলা কৃষি অফিসার, কোম্পানীগঞ্জ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-মো. জালাল আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. রকিব উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষিবিদ মোহম্মদ আনিসুজ্জামান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট; কৃষিবিদ মো. আব্দুল মান্নান, সিনিয়র মনিটরিং অফিসার ও মো. আকরাম হোসেন সিনিয়র মনিটরিং অফিসার, অত্র প্রকল্প।

প্রধান অতিথি কৃষক প্রশিক্ষণ পরিদর্শনের পাশাপাশি গ্রামীণ কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রকল্পের সফলতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, উক্ত প্রশিক্ষণে অনাবাদি পতিত জমি চাষের আওতায় আনা, তেলজাতীয় ফসল চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, ফসলের উন্নত জাত সম্প্রসারণ, উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে আলোচানাসহ কৃষির সার্বিক উন্নয়নে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার দিনব্যাপী ডিজিটাল লার্নিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আমাদের দেশে জৈব বালাইনাশকের সংখ্যা কম, তবে ধীরে ধীরে তা বাড়ছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জৈব উপকরণসহ বিভিন্ন নতুন নতুন বিষয় সবাই শিখতে পেরেছে।

প্রফেসর ড. মো: রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ ড. মো: নজরুল ইসলাম, সম্মানিত অতিথি হিসেবে সাউরেস এর পরিচালক প্রফেসর ড. মো: আসাদুজ্জামান খান, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের ডিন প্রফেসর ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এবং প্রফেসর ড. সালাহউদ্দীন মাহমুদ চৌধুরী, ক্যাবি বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. মো: সালেহ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ই-কৃষি ক্লিনিকের স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত থেকে আগত ক্যাবি কর্মকর্তা ড. মালভিকা চৌধুরি ও ড. মাঞ্জু ঠাকুর। এছাড়াও প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফ উল্লাহ এবং শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু নোমান ফারুক আহমেদ।

উল্লেখ্য, উক্ত কর্মশালায় ক্যাবির ডিজিটাল ট্যুলসসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া গাছের রোগ শনাক্ত, দমন ব্যবস্থা এবং জৈবিক দমন বিষয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শেখানো হয়।

কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

একটি গাছ কাটলে তিনটি গাছ লাগাতে হবে –পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী

খুলনায় বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বেগম হাবিবুন নাহার, মাননীয় উপমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

খুলনায় ২৮ দিনব্যাপী বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২৩ আগস্ট ২০২৩ সমাপ্ত হয়েছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার। খুলনা সার্কিট হাউজ মাঠে অনুষ্ঠিত এবারের বৃক্ষমেলায় প্রায় ৮০ লাখ টাকা মূল্যের ৭১ হাজার গাছের চার বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছে বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উদযাপন কমিটি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, সরকারের বিশেষ উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

পুষ্টি কর্নার : কদবেল

কদবেলে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং স্বল্প পরিমাণে লৌহ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও ভিটামিন 'সি' বিদ্যমান। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম কদবেলে জলীয় অংশ ৮০.৯ গ্রাম, জিংক ০.৩৭ গ্রাম, আঁশ ৩.৫ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৪ কিলোক্যালরি, আমিষ ৩.১ গ্রাম, চর্বি ০.৪ গ্রাম, শর্করা ১০.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৭৪ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৭ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.৮০ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্লাবিন ০.০৩ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ১২.৮ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কদবেল যকৃত ও হৃদপিণ্ডের বলবর্ধক হিসেবে কাজ করে। বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ালে ক্ষতস্থানে ফলের শাঁস এবং খোসার গুঁড়ার প্রলেপ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কচি পাতার রস দুধ ও মিছরির সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে ছোট ছেলেমেয়েদের পিত্তরোগ ও পেটের অসুখ নিরাময় হয়। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কদবেল বেশি জন্মে। কাঁচা ও পাকা কদবেল খাওয়া হয়। এছাড়া আচার, চাটনি বানাতেও কদবেল ব্যবহৃত হয়। পাকা কদবেল ভর্তা বানিয়ে খাওয়া বেশ জনপ্রিয়।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলায় ব্রি ধান৯৮ আউশ ধানের বাম্পার ফলন

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, মহাপরিচালক বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে নটাবাড়িয়ায় আউশ মৌসুমে সমলয় পদ্ধতিতে ব্রি ধান৯৮ চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণে ও মাঠ দিবস ১৯ আগষ্ট ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর।

প্রধান অতিথি আউশ ধান আবাদে বৃদ্ধি পেলে বোরো ধান চাষের উপর চাপ কমবে। এছাড়া এই ধান আবাদে পানির পরিমাণ কম লাগে। তিনি আরো বলেন ব্রি ধান৯৮ আউশ ধানের বাম্পার ফলন, বছরে চার ফসলের সম্ভাবনায় খাদ্য নিরাপত্তায় বিরাট ভূমিকা রাখবে।

রাজশাহী অঞ্চলের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পিএসও কৃষিবিদ ড. মোঃ ফজলুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ শামছুল ওয়াদুদ ও নাটোর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ এবং নাটোরের জেলা প্রশাসক আবু নাছের ভূঁঞা, বড়াইগ্রাম উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শারমিন সুলতানা এবং জেনারেল ম্যানাজার নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ-২ এর মোঃ মোমিনুল ইসলাম। এছাড়াও শস্য কর্তন ও কৃষক সমাবেশে আউশ ব্রি ধান৯৮ অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এলাকার আদর্শ কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ব্রি ধান৯৮ জাতটি ৯০-১০০ দিনে হচ্ছে; ফলনও বিঘাতে ২৫-৩০ মণ। একই জমিতে বছরে ৪টি ফসল ঘরে তোলা সম্ভব।

মোছা. সুমনা আক্তারী, কৃতসা, রাজশাহী

বজ্রপাত থেকে রক্ষায় বেশি করে তালগাছ

প্রথম পাতার পর

শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উন্নয়নকে টেকসই ও গতিশীল রাখতে হলে পরিবেশ রক্ষা করতে হবে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন পরিবেশকে সবুজ রাখতে হবে। এজন্য সবাইকে বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসতে হবে। সবুজ পৃথিবী সংগঠন সোহাগপুর থেকে টাঙ্গাইল শহর পর্যন্ত মহাসড়কের পাশে তালগাছের চারা রোপণের এ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এসময় স্থানীয় সংসদ সদস্য খান আহমেদ শুভ, মির্জাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মীর শরীফ, সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন কৃষি তথ্য সার্ভিসের ১৬১২৩ নম্বরে

পাইকারি ফুলের বাজার উদ্বোধন ফুল রপ্তানি করে

প্রথম পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, ফুল খুবই সম্ভাবনাময় ফসল। এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুলের চাষ বাড়ছে। দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাও বাড়ছে। সারা বিশ্বে ৩৬ বিলিয়ন ডলারের ফুলের বাজার রয়েছে। এর মধ্যে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বাজার ধরার মতো আমাদের সুযোগ রয়েছে। সে সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। ০১ সেপ্টেম্বর ২৩ শুক্রবার সকালে রাজধানীর গাবতলী বাসস্ট্যান্ডের নিকটে বেড়িবাঁধে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত পাইকারি ফুলের আধুনিক বাজার ও প্রসেসিং সেন্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের অর্থনীতি সামনে আরো বিকশিত হবে। সেখানে ফুল বিরাট ভূমিকা রাখতে পারবে। সেজন্য, ফুলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তার ব্যাপক সম্প্রসারণ করতে হবে। তিনি এসময় বিজ্ঞানী ও উদ্যানতত্ত্ববিদদের দ্রুত ফুলের আধুনিক জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নির্দেশ প্রদান করেন।

পাইকারি ফুলের বাজারকে কৃষি বিপণনের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসাবে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, এই বাজারকে আধুনিক ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। কোন রকমের অব্যবস্থাপনা যাতে না হয়, সেদিকে কঠোরভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রুহুল আমিন তালুকদারের সভাপতিত্বে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মাসুদ করিম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, ঢাকা ফুল ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি সভাপতি বাবুল প্রসাদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে ফুল ব্যবসায়ীরা জানান, বর্তমানে দেশে ১৫০০ কোটি টাকার ফুলের বাজার রয়েছে, যেখানে ১৫ লাখ মানুষ নিয়োজিত। কিন্তু দেশে কোন ফুলের বাজার ছিল না। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নির্মিত এই পাইকারি বাজারে ব্যবসায়ীরা আধুনিক সব সুবিধা পাবেন ও প্রসেসিং করে বিদেশেও পাঠাতে পারবেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

ব্রি ধান৯৮ আউশ ধানের বাম্পার ফলন, খাদ্য

প্রথম পাতার পর

হয়, তাহলে সেটি বিরাট সম্ভাবনাময়। ব্রি ধান৯৮ আউশ ধান এই সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে, ৯০-১০০ দিনে হচ্ছে; ফলনও বিঘাতে ২৫-৩০ মণ। এ জাতটি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তায় বিরাট ভূমিকা রাখবে।

১৯ আগস্ট ২৩ শনিবার দুপুরে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে মুশুদ্দি গ্রামে ব্রি ধান৯৮ জাতের আউশ ধানের ক্ষেত পরিদর্শনকালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, উন্নত জাতের অভাব এবং খরা, বন্যা ও অতিবৃষ্টির ঝুঁকির কারণে দেশে এখন আউশ ধান অনেক কমে গেছে। বেড়েছে বোরো ও আমনের চাষ। ইতোমধ্যে আমাদের বিজ্ঞানীরা স্বল্পজীবনকালীন উন্নত জাতের আউশ ধান উদ্ভাবন করেছেন। ব্রি ধান৯৮ মাঠে খুবই সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। এ জাতটি মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয় করতে পারলে দেশে আউশ আবার বড় ফসলে পরিণত হবে। একইসঙ্গে, কৃষকের এটি লাভজনক ফসল হিসাবে হাসিকে আরো চওড়া করবে।

একই জমিতে বছরে ৪টি ফসল ঘরে তোলার পরিকল্পনার কথা জানান

> *ব্রি ধান৯৮ আউশ ধান সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে, ৯০-১০০ দিনে হচ্ছে; ফলনও বিঘাতে ২৫-৩০ মণ।*

কৃষক ইকবাল। তিনি জানান, ব্রি ধান৯৮ জাতের এই আউশ ধানটি ২০ দিনের চারাসহ মোট ৯৮-১০০ দিনের মধ্যে কর্তন করেছেন। এর আগে তিনি এই জমিতে বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৯৬ চাষ করেছিলেন। এখন তিনি আমনে ব্রি ধান৭৫ লাগাবেন এবং আমন কেটে স্বল্প জীবনকালীন সরিষার আবাদ করবেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

টাঙ্গাইলে পাটের বাম্পার ফলন

টাঙ্গাইলে চলতি মৌসুমে পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে। দাম ভালো পাওয়ায় লাভবান হচ্ছেন পাট চাষিরা। পাটের আশানুরূপ ফলন ও রোগবালাই কম হওয়ায় এবার অধিক লাভের আশা করছেন চাষিরা। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, গত বছর পাটের ভালো দাম পাওয়ায় কৃষকরা এ বছর পাট চাষের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। চলতি মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ও মাটি চাষের উপযুক্ত হওয়ায় পাট চাষে সফল হয়েছেন চাষিরা। জেলার ১২টি উপজেলায় এ বছর পাটের লক্ষ্যমাত্রা

নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৮ হাজার ৫০ হেক্টর। যা থেকে অর্জিত হয়েছে ১৯ হাজার ২০ হেক্টর। পাট বেশি উৎপাদিত হয়েছে ৯৭০ হেক্টর জমিতে। যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ২ হাজার হেক্টর জমিতে বেশি পাট চাষ হয়েছে। উৎপাদন লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এ বছর প্রায় ২ লাখ ৮ হাজার বেল।

টাঙ্গাইল জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আহসানুল বাশার বলেন, "জেলায় চলতি মৌসুমে পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে। এ বছর রবি-১ জাতের বীজ প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। দেশীয় পাটের মধ্যে এ জাতটি সবচেয়ে ভালো।

জেলার দেলদুয়ার উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের আগদেউলী গ্রামের পাটচাষি শাহাদৎ হোসেন বলেন, "এ বছর ৩ বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করেছি। এই আবাদ করতে ও পাট জাগ দিয়ে শুকিয়ে বিক্রি করা পর্যন্ত আমার প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। প্রতি বিঘায় আমার পাট হয়েছে ৯ মণ করে। এ বছর প্রতি মণ পাটের দাম ২৬০০-২৭০০ টাকা হিসাবে আমি তিন বিঘায় ৭২ হাজার ৯০০ টাকার পাট বিক্রি করেছি। খরচ বাদ দিয়ে আমার ৪৭ হাজার ৯০০ টাকা লাভ হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসার, উপসহকারী কৃষি অফিসার সব সময় আমাকে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা

চরফ্যাশনে হর্টিকালচার ও টিসু কালচার সেন্টারের

শেষ পাতার পর

কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বর্তমান সরকারের আমলে খাদ্যের কোন সংকট নেই। ভবিষ্যতেও দেশে খাদ্য সংকটের কোন সম্ভাবনা নেই।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক শওকত ওসমান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মনসুর আলম খান, বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রকল্পের পরিচালক মেহেদি মাসুদ, জেলা প্রশাসক আরিফুজ্জামান, পুলিশ সুপার মো. মাহিদুজ্জামান, চরফ্যাশন উপজেলা চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিন আখন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

দিনাজপুরে বিজেআরআই তোষা পাট ৮(রবি-১) ও কেনাফের উচ্চফলনশীল জাত এইচসি-৯৫ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিজেআরআই কারিগরি উইং এর পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ মোসলেম উদ্দিন ও সভাপতি বিজেআরআই কৃষি উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ ড. নার্গীস আক্তারসহ অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর, দিনাজপুর কর্তৃক আয়োজিত বিজেআরআই উদ্ভাবিত তোষা পাটের উচ্চফলনশীল জাত বিজেআরআই তোষা পাট ৮ (রবি-১) ও কেনাফের উচ্চফলনশীল জাত এইচসি-৯৫ এর উৎপাদন প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ক মাঠ দিবস ৫ আগস্ট ২০২৩ কর্নাই, সদর, দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ ড. নার্গীস আক্তার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কারিগরি উইং এর পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ মোসলেম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট জুট টেক্সটাইল উইং এর পরিচালক ড. ফেরদৌস আরা দিলরুবা ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক শামীম আশরাফ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পাট পণ্য ব্যবহারের প্রতি পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি বলেন বিজেআরআই উদ্ভাবিত তোষা পাটের উচ্চফলনশীল জাত বিজেআরআই তোষা পাট ৮ (রবি-১) ও কেনাফের উচ্চফলনশীল জাত এইচসি-৯৫ বর্তমানে কৃষকপর্যায়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন বিভাগের সিএসও, পিএসও, এসএসও, এসওসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কৃষক-কৃষাণি উপস্থিত ছিলেন।

মো. হারুন অর রশীদ, কৃতসা, রংপুর

ঝালকাঠির রাজাপুরে আউশ প্রদর্শনীর মাঠদিবস অনুষ্ঠিত

ঝালকাঠির রাজাপুরে আউশ প্রদর্শনীর মাঠদিবস ৫ আগস্ট ২০২৩ উপজেলার আবদুল মালেক কলেজ প্রাঙ্গণে উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে এই মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম। বিনা ধান-১৯'র এই মাঠ দিবসে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার শাহিদা শারমিন আফরোজ। রাজস্ব খাতের আওতাভূক্ত এই মাঠদিবসে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) মো. রিয়াজউল্লাহ বাহাদুর। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. মেস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মেহেরুন্নেছা পাপড়ি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, আউশসহ অন্যান্য ফসল চাষাবাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। শুধু বৃষ্টির ওপর নির্ভর না হয়ে সেচ ব্যবস্থাসহ কৃষিকে বিজ্ঞান ও

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম

প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, ফসলের স্বল্পজীব-নকালীন উন্নত জাত ব্যবহার, সম্মিলিতভাবে চাষাবাদ, সঠিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করা চাই। অনুষ্ঠান শেষে তিনি আউশের বিভিন্ন মাঠ ও আমনের বীজতলা পরিদর্শন করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বাণিজ্যিকভাবে চুইঝালের চাষ নরসিংদীর শিবপুরে

নরসিংদী জেলা শিবপুর উপজেলার মাছিমপুর ইউনিয়নের দত্তেরগাঁও পশ্চিমপাড়া গ্রামের আফজাল হোসেন মোল্লা ২০২২ সালে সিদ্ধান্ত নেন বাণিকজ্যিকভাবে চুইঝাল চাষ করার। উপজেলা কৃষি অফিসারের সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে ৫০ শতাংশ জমি বছরে ৩৫ হাজার টাকা করে লিজ নেন। খুলনা গিয়ে একটি নার্সারি থেকে ১ হাজার চুইঝালের চারা ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে এসে শুরু করেন চাষাবাদ।

কৃষক আফজাল হোসেন মোল্লা বলেন, চুইঝালের চারা জমিতে রোপণ করতে গেলে প্রতিবেশীরা উপহাস করতেন। তখন আমি তাদের এই সব কথায় কান না দিয়ে প্রতি দিনই শ্রমিক নিয়ে ক্ষেতে গিয়ে গাছের যত্ন করতাম। প্রায় ১৮ মাস যাবৎ চাষাবাদ করে আমার সর্বমোট খরচ হয়েছে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। চুইঝালের গাছগুলো বিক্রির উপযোগী হয়েছে। গাছগুলো লতা পাতায় ৫/৬ ফুট লম্বা হয়েছে। প্রতিটি গাছে মাটির নিচে শিকড় ও কাণ্ড মিলে গড়ে দেড় কেজিরও বেশি পরিমাণ মসলা হবে। কিছু বিক্রী করেছি ৫৫০ টাকা করে কেজি। প্রতি কেজি ৫০০ টাকা বিক্রী করলেও ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিক্রি হবে। সকল খরচ বাদে আমার ৬ লাখ টাকা আশা করি লাভ হবে।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা ঢাকা

আমরা শোকাহত — শোকবার্তা

কিংবদন্তি কৃষিবিজ্ঞানী, আধুনিক কৃষি গবেষণার পথিকৃৎ, কাজী পেয়ারার জনক হিসেবে খ্যাত, স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত এমিরিটাস বিজ্ঞানী ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা ৩০ আগস্ট ২০২৩ বুধবার বিকাল ৪টায় বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি কৃষি গবেষণার সংস্কার, উন্নয়ন ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর হাত ধরেই স্বাধীন বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি গবেষণার বুনিয়াদ রচিত হয়। কৃষি খাতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাই। - বিজ্ঞপ্তি

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আয়োজনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালা ৩১ আগস্ট ২০২৩ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আহমেদ শাফী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী। উক্ত কর্মশালায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ আমিনা বেগম, ফোকাল পয়েন্ট এসডিজি, এসসিএ, গাজীপুর,

একটি গাছ কাটলে তিনটি গাছ লাগাতে হবে

চতুর্থ পাতার পর

জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করা প্রয়োজন। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ও সাবলম্বী হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃক্ষরোপণসহ প্রতিটি সেক্টরের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এক ইঞ্চি জমিও ফাঁকা রাখা যাবে না। একটি গাছ কাটলে তিনটি গাছ লাগাতে উপমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, সুন্দরবন আমাদের এ অঞ্চলকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে আসছে। সুন্দরবন রক্ষায় আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ হেলাল মাহমুদ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মোঃ সাজিদ হোসেন, অতিরিক্ত ডিআইজি জয়দেব চৌধুরী, বন সংরক্ষক মিহির কুমার দে ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান। সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ড. আবু নাসের মোহসিন।

শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন, নার্সারি মালিক সমিতির সভাপতি এস এম বদরুল আলম রয়েল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শ্রেষ্ঠ স্টল প্রতিনিধিদের মাঝে ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করেন এবং বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা উপলক্ষে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

মো: আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

বাংলাদেশের উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী নন্দিত ও

শেষ পাতার পর

উপাচার্য অধ্যাপক শারফুদ্দিন আহমেদ এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর বক্তব্য রাখেন। কবি নির্মলেন্দু গুণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এএসএম মাকসুদ কামাল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী সভাপতি হামিদুর রহমান এবং বরেণ্য কৃষিবিদগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

দেশে ১৫ লাখ বেল তুলা উৎপাদন করতে হবে

শেষ পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে তুলার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আগামীতে আরো বাড়বে। বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মীসহ সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে, যাতে দেশেই চাহিদার ২০% তুলা উৎপাদন করা যায়।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়ার সভাপতিত্বে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার, বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, সিডিবির অতিরিক্ত পরিচালক শেফালী রানী মজুমদার বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিডিবির নির্বাহী পরিচালক ফখরে আলম ইবনে হাবিব। তিনি জানান, দেশে প্রতি বছর প্রায় ৮৫ লক্ষ বেল তুলার চাহিদা রয়েছে। দেশে উৎপাদন হয় মাত্র ২ লাখ বেল। ফলে বিপুল পরিমাণ তুলা আমদানিতে বছরে ৩৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। তবে দেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা ১৬ লাখ বেল তুলা। তিনি জানান, বিটি তুলা চাষ করে বিশ্বের অনেক দেশ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। বিশ্বে ১৯৯৬ সালে প্রথম বিটি তুলার চাষ করা হয় এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ২০০২ সালে বিটি তুলার চাষ শুরু হয়। বায়োসেফটি গাইডলাইন অনুযায়ী সকল গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্তির প্রেক্ষিতে, ২০২৩ সালের ৭ই মে ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি কর্তৃক ভারতের জে কে এগ্রি-জেনেটিক্স লিমিটেডের উদ্ভাবিত দুটি তুলার জাত জে কে সি এইচ ১৯৪৭ বিটি এবং জে কে সি এইচ ১৯৫০ বিটি মাঠপর্যায়ে অবমুক্তির জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

প্রবন্ধে জানান হয়, বিটি তুলার গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৫০০ কেজি। বিটি তুলা চাষে বলওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় ১২-১৫% কমবে এবং উৎপাদন ১৫-২০% বাড়বে। বিটি তুলা চাষে প্রাকৃতিক দূষণ কম ও কৃষকের স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই।

এর আগে কৃষিমন্ত্রী খামার বাড়ি সড়কে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নবনির্মিত ভবন 'তুলা ভবন' উদ্বোধন করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৭তম বর্ষ ✿ পঞ্চম সংখ্যা
✿ ভাদ্র-১৪৩০ বঙ্গাব্দ; জুলাই-আগস্ট, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশের উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী নন্দিত ও প্রশংসিত হচ্ছে

–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন

বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, দেশের উন্নয়ন আজকে সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে। বাংলাদেশের উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী নন্দিত ও প্রশংসিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এমডিজির সকল লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অর্জন করেছিলাম। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছি। উন্নয়নের এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

২৭ আগস্ট ২৩ রোববার বিকেলে রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষি উৎপাদনের সাফল্যও আজ বিশ্বের বিস্ময়। বিগত ১৫ বছরে চালের উৎপাদন বেড়েছে ১ কোটি টন, ভুট্টার উৎপাদন ৫৫ লাখ টন, আলুর উৎপাদন ৫৫ লাখ টন, আর সবজির উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ২ কোটি টন। উৎপাদনের এই সাফল্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ। উন্নয়নশীল দেশগুলো এটিকে অনুসরণ করতে চায়। কৃষি উৎপাদনের এই সাফল্যকে আরো এগিয়ে নিতে সকল কৃষিবিদকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, বিশেষ অতিথি হিসাবে সংসদ সদস্য সাহাদারা মান্নান, কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

দেশে ১৫ লাখ বেল তুলা উৎপাদন করতে হবে

– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি রাজধানীর ফার্মগেটে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের (সিডিবি) মিলনায়তনে বিটি তুলার ২টি জাতের অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, দেশে বছরে ৮৫ লাখ বেল তুলার প্রয়োজন হয়, আর উৎপাদন হয় ২ লাখ বেল। চাহিদার কমপক্ষে ২০% বা ১৫ লাখ বেল তুলা দেশে উৎপাদন করার সুযোগ রয়েছে। সেলক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে কাজ করতে হবে। হাইব্রিড ও বিটি তুলার চাষ করতে পারলে বছরে দেশে ১৫ লাখ বেল তুলা উৎপাদন সম্ভব হবে।

২০ আগস্ট ২৩ রোববার বিকালে রাজধানীর ফার্মগেটে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের (সিডিবি) মিলনায়তনে দেশে প্রথমবারের মতো বিটি তুলার ২টি জাতের অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

চরফ্যাশনে হর্টিকালচার ও টিসু কালচার সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় নতুন হর্টিকালচার ও টিসু কালচার সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

চরফ্যাশনে স্থাপিত হর্টিকালচার ও টিসু কালচার সেন্টার বরিশালের কৃষিতে বিপ্লব নিয়ে আসবে বলে উল্লেখ করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষির উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তার অন্যতম উদাহরণ হলো এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে হর্টিকালচার ও টিস্যু কালচার সেন্টার স্থাপন। ইহা স্থাপনে ৮৫ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ৩১ আগস্ট ২০২৩ বৃহস্পতিবার ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় নতুন হর্টিকালচার ও টিস্যু কালচার সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মাননীয়

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার কৃষিবিদ খন্দকার জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd